বাক্স-বদল

(গল্পগ্রন্থ – বিধু মাস্টার)

প্রতুলের বাবার যা কাণ্ড, তাঁর ব্যস্ততার জন্যে সব মাটি। আজ তাঁর রওনা না হলে এমন কিছু ক্ষতি হত না। সবে স্কুল-কলেজ কাল খুলবে, পুজোর ছুটির পরে, সারাট্রেনে মোটরবাসে এই বলে লোক। প্রতুলের সে তাড়া নেই, তবে আজই এই ভীষণ ভিড় সহ্য করে জনতার চাপে উদ্বাস্তু হয়ে নাগেলে কি চলত না ?

হিলি স্টেশন তেইশ মাইল রাস্তা। লোকে মোট-ঘাট ওঠাচ্ছে বাসের ছাদে। বাক্স, সুটকেস, বিছানা। হই চই গোলমাল। বেশিরভাগ কলেজের ছাত্র, তারা নর্থ-বেঙ্গল এক্সপ্রেসে কলকাতা যাচ্ছে, প্রতুল যাবে আসাম মেলে বা ডাউন নর্থ-বেঙ্গলে।

বাস ছাড়ল, প্রতুলের দুপাশে দুটি দোকানদার, তারা তামাকের ব্যবসা করে, সেই বিষয়ে কথাবার্তা বলতে বলতে যাচ্ছে। সামনের বেঞ্চিতে একটি ভদ্রলোক স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে নিয়ে বসে। একখানা বেঞ্চি ওঁরা জুড়ে বসে আছেন। ছেলেমেয়ে তিন-চারটি, তারা ভীষণ উৎপাত জুড়ে দিয়েছে বাসের মধ্যেই। তাদের দুষ্টুমি ও চেঁচামেচিতে প্রতুলের মাথা ধরে যাবার উপক্রম হয়েছে।

প্রতুল যেখানটিতে অতিকষ্টে একটু জায়গা করে নিয়েছে, ছোট ছেলেটা অনবরত সেখানে এসে প্রতুলের কোলের ওপর বসে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকতে চাইছে। এতে কষ্ট ও অসুবিধা যথেষ্ট হলেও ভদ্রতার খাতিরে বিরক্তি চেপে যেতে হচ্ছে প্রতুলের।

যুদ্ধের সবে আরম্ভ। বাসের ওদিকে তিন-চারটি ভদ্রলোক যুদ্ধ সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্ক ও আলোচনায় ব্যস্ত। তাদের কথা শুনে প্রতুলের মনে হল যুদ্ধ-সম্পর্কিত পরিস্থিতি তাঁদের নখদর্পণে, হিটলার বা চেম্বারলেন অপেক্ষাও তাঁরা জিনিসটা ভালো বোঝেন, কারণ তর্কের মধ্যে উভয় পক্ষের ভুল-ভ্রান্তি তাঁরা বিশদভাবে বিচার ও বিশ্লেষণ করে পরস্পরকে দেখিয়ে দিচ্ছেন।

ড্রাইভারের ঠিক পিছনে বাসের সামনের দিকটাতে গোটাকতক রিজার্ভ সীট। দুটি মেয়ে সেখানে বলে, তাদের সঙ্গে একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক, সম্ভবত মেয়ে দুটির অভিভাবক। মেয়ে দুটির মধ্যে একটির বয়স আঠার-উনিশ বছর, অন্য মেয়েটির বয়স বাইশ-তেইশ হবে। বয়সে ছোট যে মেয়েটি, সে দেখতে বেশ সুন্দরী, অন্যটির রঙ শ্যামবর্ণ, মুখশ্রীও খুব ভালো বলা চলে না, তবুও তার সারাদেহে কেমন এক ধরনের লাবণ্য মাখানো। প্রতুল দু-একবার অল্পক্ষণের জন্যে চেয়ে চেয়ে দেখেছে।

কয়েক মাইল পরে বালুরঘাট টাউনে এসে বাস দাঁড়াল। এখানে একটি মেয়ে উঠল, পুরুষ-যাত্রীও অনেকগুলি। একেই বাসে নেই স্থান, তার ওপর এতগুলি যাত্রী কোথায় বসে ?অনেক নবাগত যাত্রী অগত্যা দাঁড়িয়ে রইল, রিজার্ভ সীটে মেয়েটির জায়গা হয়ে গেল।

এরই মধ্যে আবার এক কানা ভিখিরি ভিক্ষে করতে আরম্ভ করেছে। সে উঠল বালুরঘাট থেকে সাড়ে এগারো মাইল চলে এসে সদরডিহি বলে গ্রামে; রাজ-কাছারি আছে বলে এখানে বাস দশ মিনিট দাঁড়ায়।

সামনের ভদ্রলোকটি ছোট ছেলেটির হাতে একটি পয়সা দিয়ে বললেন,—দে, যা ভিখিরির হাতে দে।

ছেলেটি এগিয়ে গিয়ে বললে,—এই নাও ভিখিরি।

ভদ্রলোক ধমক দিয়ে বললেন—ও কি, অমন বলতে নেই, ভিখিরি বলতে নেই। ছিঃ !

কানা ভিখিরি পয়সাটা নিয়ে একগাল হেসে ওঁর দিকে চেয়ে বললে,—পোলাপানের কথা, ওদের এখন গেয়ান কি হয়েছে বাবু ?খোকাবাবুর নাম কি, ও খোকাবাবু ?

বেজায় ধুলো উড়ে পেছন দিকটা আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। প্রতুল ভাবছে, বাসের ছাদে তার বিছানার পুঁটলিটার ওপর সাত-পুরু ধুলো জমে গেল এতক্ষণ।

রাস্তাও যে ফুরোতে চায় না। বড় বড় মাঠের ওপর রাস্তা, মাঝে মাঝে বিল আর ধানক্ষেত আর দু'একটা চাষা-গাঁ।

কার্তিক মাসের মাঝামাঝি, তেমন গরম নেই তাই নিস্তার, নইলে বাসে যা ভিড়, গরমে ভীষণ কষ্ট হত, চলন্ত বাসেও গরম কাটত না। প্রতুল একবার মুখ বাড়িয়ে দেখলে স্টেশন চোখে পড়ে কিনা।

বালুরঘাট থেকে যে মেয়েটি উঠেছে তার হাত থেকে একখানা বই হঠাৎ পড়ে গেল, বাসের ঝাঁকুনিতে। কোনো একজনের পায়ের ঠোক্কর লেগে বইখানা বেঞ্চির ফাঁক দিয়ে গলে একবারে এসে পড়ল প্রতুলের বেঞ্চির পায়ার কাছে। প্রতুল বইখানা নীচু হয়ে তুলে দেখলে, কলেজ-পাঠ্য ইংরেজি বই—'এট্ ভিক্টোরিয়ান পোয়েট্স'। ও সেখানা উঁচু করে তুলে ধরে মেয়েটির দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললে,—"আপনার বইখানা পড়ে গিয়েছে, এই যে !" হাতে হাতে বইখানা মেয়েটির হাতে গিয়ে পৌঁছল।

প্রতুল এতক্ষণ ভালো করে লক্ষ্য করেনি, বাসে যে কটি মেয়ে আছে, সব চেয়ে এই মেয়েটি সুন্দরী, গায়ের রঙ ধপ্‌ধপে ফরসা, বয়স কুড়ির বেশি নয়, এখনো বিয়ে হয়নি। কলেজের ছাত্রী তা তো বোঝাই গেল।

কোন্ কলেজে পড়ে ?নাম কি মেয়েটির ?বালুরঘাটের কার মেয়ে ?

—হিলি ! হিলি !

বড় বড় টিনের চালা ও শিরীষ গাছের সারি দেখা দিয়েছে—হিলির বাজার। স্টেশনের সিগন্যাল দেখা যাচ্ছে।

—ওরে নে, জুতো পরে নে সব, হিলি এসেছে। হ্যাঁগা, সে পানের কৌটোটো কোথায় ?দেখ দেখ, বেঞ্চির তলায় পড়ে গিয়েছে। বস্ না চুপ করে, গাড়ি দেখবি তো ইস্টিশান আসুক। কটা জিনিস গুনে নাও। এক, দুই তিন, চার—গাড়ির ছাদে আছে এক, দুই, তিন। আসাম মেলের ডাউন দিয়েছে।

হুড়মুড় করে যাত্রীরা সব নামতে আরম্ভ করেছে, বাসের ছাদ থেকে কন্ডাক্টর মাল নামিয়ে কুলিদের মাথায় চাপাচ্ছে, গোলমাল সেখানটাতে যেমন, ভিড়ও তেমনই।

—আরে ওই লাল সুটকেসটা, ওই যে গামছা-বাঁধা, দাও নামিয়ে।

—সামল সামাল, এই ভালো করে ধরো, কাচের জিনিস আছে ভেতরে।

—ওটা না ওটা না, ওই টিনেরটা, লেখা আছে—আর সি ডি, হ্যাঁ ওইটে—

আসাম মেল এসে দাঁড়াল। যাত্রীর দল মোটঘাট নিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটেছে। প্রতুলের মোটে একটা টিনের সুটকেস আর একটা বিছানা, তত ভারীও নয়, নিজেই সেটা হাতে করে ছুটল টিকিটঘরের দিকে—কুলির হাতে দিলেই এখুনি আবার চারটে পয়সা।

আসাম মেলে তত ভিড় ছিল না, কিন্তু পার্বতীপুর থেকে যে শিলং মেল ছাড়ল, সেটা আসছে লখনউ বা কানপুর থেকে; হিন্দুস্থানী যাত্রীরা আসামের দিকে চলেছে শীতকালের প্রথমে বিভিন্ন চা-বাগানে কাজ করতে, তাদের ভিড়ে দাঁড়াবার জায়গা পর্যন্ত নেই ট্রেনে।

রঙ্গিয়া জংশনে ভোরবেলা ট্রেন পৌঁছল। এখান থেকে যোল মাইল দূরে ভাটিখালি চা-বাগান। প্রতুল ডাক্তারি করে, বছর-খানেক এই চাকরিটাতে ঢুকেছে, ফ্রী কোয়ার্টার দিয়েছে চা-বাগান থেকে, জিনিসপত্র সস্তা, এক রকম চলে যাচ্ছে।

রঙ্গিয়ায় নেমে আবার মোটর-বাস। বাগানের দু-মাইল তফাত দিয়ে রাঙাপাড়া রোড দিয়েবাস চলে গেল। এইটুকু পথ একজন কুলির মাথায় সুটকেসটা চাপিয়ে বেলা সাড়ে নটা আন্দাজ প্রতুল চা-বাগানে নিজের কোয়ার্টারে এসে উঠল।

বড় নির্জন জায়গা। দূরে অনুচ্চ নীল পাহাড় মেঘের মতো দেখা যায়। একদিকে খুব বড় একটা জলা, নলখাগড়া বনে ঘেরা। হেমন্তের সকালবেলা একটা আর্দ্র অপ্রীতিকর বাষ্প যেন উঠছে জলাটা থেকে।

ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বরের ডিপো এই চা-বাগানগুলো।প্রতুল নিজেও কয়েকবার ম্যালেরিয়ায় পড়েছে এখানে এসে পর্যন্ত।

ডাক্তারখানায় আসামী কম্পাউন্ডার শিবনাথ ভট্টাচার্য একাধারে ডাক্তারখানার কম্পাউন্ডার ও প্রতুলের পাচক। প্রতুল নিজে রাঁধতে জানেও না, ও-কাজ তার পোষায়ও না, সুতরাং শিবনাথকে খোরাকি দিয়েও রাখতে হয়েছে। ডাক্তারখানার চাকর ছুটে এল ডাক্তারবাবুকে আসতে দেখে। প্রতুল তাকে জিজ্ঞেস করে জানলে, শিবনাথ তার বাড়ি গিয়েছে দুদিনের ছুটি নিয়ে, পরশু আসবে। শুধু বাবার তাড়াতাড়িতে আজ আসতে হল প্রতুলের, নয়তো পরশুই তো সে আসত।

ডাক্তারখানার চাকরকে বললে—ওরে ভীম, তুই জল তুলে দে আমার নাইবার আর রান্না করবার। যখন কষ্ট পেতে হবে দু'দিন, তাড়াতাড়ি যা। কোনো কেস ছিল এ কদিন ?ছিল না ?চাবিটা নিয়ে গিয়ে ডাক্তারখানা ঝাঁট দিয়ে রাখ গে।

স্নানের পূর্বে সুটকেস খুলতে গিয়ে সে দেখলে সুটকেসের গায়ে অন্য কি একটা তালা লাগানো, তার চাবি নেই ওর কাছে। আঃ কি বিপদ, এ ঠিক তার বোন কমলার কাজ ! সে-ই কাল আসবার সময়ে বাক্স গুছিয়ে দিয়েছিল, কিসের তালা কিসে লাগিয়ে বসে আছে !

অনেক কষ্ট করে লোহার সরু শিক দিয়ে চাড় দিতেই তালাটা খুলে গেল।

সুটকেসের ডালাটা তুলে নিজের ধুতি গামছা বার করতে গিয়ে কিন্তু সে বিস্ময়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সুটকেসের ভিতরটাতে চেয়ে। এ কার জিনিসপত্র ?শাড়ি কিসের ?

বাক্সের ওপরের দিকে থাকে থাকে সাজানো রঙ-বেরঙের শাড়ি, তার নীচে ব্লাউজ গোটা ছ-সাত, সায়া দুটি; এ ছাড়া পাউডারের কৌটো, ক্রীম, আরো লম্বা ও গোল আকারের ছোট বড় সুদৃশ্য কৌটো, শিশি—সাবানের কেস, লেখার প্যাড, ফাউন্টেনপেনের কালি—এক তাড়া চিঠি, আয়না চিরুনি, আরো কত কি। সর্বনাশ !—কার বাক্স এটা ?

প্রথমটা তার মনে হল, তার বোন কমলার সুটকেসটা কি ভুলে গোলমাল হয়ে— ?কিন্তু না, তা নয়। এ রকম শৌখিন শাড়ি ও জিনিসপত্র কমলার নেই। তা ছাড়া এ তো কোনো জায়গায় যাওয়ার প্রাক্কালে গুছিয়ে নেওয়া বাক্স; কমলা বাড়ি বসে আছে, তার বাক্স এমন গোছালো থাকবার কথা নয়।

হতবুদ্ধি প্রতুল বাক্সের জিনিসগুলো তুলে হাতে নিয়ে দেখতে লাগল। একটা মখমলের বড় কৌটোর মধ্যে লকেটওয়ালা একটা হার, একটি আংটি, দুটি বড় বড় কানের পাশা, সোনার বড় সেফটিপিন একটা, গাছকয়েক সরু সোনার চুড়ি, নতুন-ওঠা কাচের চুড়িও দু'গাছা, খুব বড় বড়, ঝকঝকে কাচ বসানো, কাজ-করা। একটা মনিব্যাগে চারখানা দশ টাকার নোট, কিন্তু খুচরো। সম্পূর্ণ মেয়েলী সুটকেস। পুরুষের নাম-গন্ধ নেই সুটকেসের কোনো জিনিসে বা তার আবহাওয়ায়।

প্রতুল দশ হাত মাটির তলায় সেঁদিয়ে গেল সব ব্যাপারটা বুঝে দেখে। সুটকেস বদল হয়েছে বেশ বোঝা গেল, কিন্তু কোথায় বদল হল ?ট্রেনে, না বালুরঘাট থেকে আসবার পথে মোটর-বাসে ?মোটর-বাসেই হওয়া সম্ভব, কারণ ট্রেনে তার কামরায় কোনো মেয়ে তো ছিল না; পার্বতীপুর থেকে সে ট্রেনের যে কামরায় উঠেছিল, তাতে হিন্দুস্থানী ও মাড়োয়ারি যাত্রী বোঝাই ছিল; তাদের মধ্যে এ সুটকেস কারো নয়। এ বাঙালি মেয়ের সুটকেস।

আচ্ছা মোটর-বাসে যদি বদল হয়ে থাকে, তবে কোন্ মেয়েটির বাক্সের সঙ্গে হওয়া সম্ভব ?—তা ভেবেই বা কি মীমাংসা হবে, কারণ যে-কোনো মেয়ের সুটকেসের সঙ্গেই সম্ভব হতে পারে, যখন সকলের বাক্স ছিল মোটর-বাসের ছাদে। যাক্, সে কথা পরে ভাবা যাবে, তার যথেষ্টসময় আছে। এখন মুশকিল রয়েছে এই যে, যা পরনে আছে তা ছাড়া আর তার দ্বিতীয় ধুতি নেই, গামছা নেই, সাবান নেই, ক্ষুর নেই, লুঙ্গি নেই—কিছু নেই। আর এই বিজন চা-বাগানও যা, ফরাসী ইকোয়েটোরিয়াল আফ্রিকাও তাই—কিছু মেলে না এখানে। এখান

থেকে সাত মাইল দূরে একটি ছোট বাজারে কেঁয়েদের দোকান আছে কাপড়ের, তবে সেখানে বাঙালি ভদ্রলোকের উপযুক্ত জামা-কাপড় পাওয়া যাবে না।

এখন আপাতত স্নান করে উঠে সে পরে কি, গায়ে দেয় কি ?গামছা কোথায় ? দাড়ি কামায় কিসে ? নাপিত আছে বটে, কিন্তু তার সে কুলি-ক্ষুরে প্রতুল কখনো কামাবে না, দাড়ি বেড়ে নারদ মুনির মতো হয়ে গেলেও না।

এমন বিপদে সে জীবনে কখনো পড়েনি। এখন সে কি করে ?

নাঃ, উপায় নেই। অনেক ভেবে-চিন্তে সে দেখলে এই সুটকেস যারই হোক, এর মধ্যের গামছাখানি আর একখানি শাড়ি আপাতত তাকে ব্যবহার করতেই হবে—নিরুপায় !

শাড়ি বার করতে গিয়ে আরো বিপদ, সাদা শাড়ি যা আছে সব জরিপাড়; আর তাঁতের দামী শাড়ি শান্তিপুরী কি ফরাসডাঙা; মোটা আটপৌরে গোছের শাড়ি যা আছে, তার সব রঙিন। দামী শাড়ি আছে এছাড়া। এখুনি একবার আপিসে যেতে হবে, কি পরে যাওয়া যায় ?জরিপাড় শান্তিপুরী শাড়ি ?আর সাদা ব্লাউজ ?

নাঃ, ভেবে এর কূল-কিনারা নেই। একটা যা হোক করতেই হবে। রঙিন একখানা শাড়ি পরে স্নান সেরে, রেলে ব্যবহৃত যে আধ-ময়লা জামা-কাপড় বর্তমানে গায়ে আছে তাই পরেই যেতে হবে আপিসে ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করতে। ম্যানেজার সাহেবকে সব কথা খুলে বলে এর একটা পরামর্শ চাইতে হবে।

দাড়ি কামানো হল না। রঙিন শাড়ি পরে স্নান সেরে সে রেলের জামাকাপড়ই অঙ্গে চাপিয়ে ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করতে গেল।

ম্যানেজার ইংরেজ, নাম সিমসন। সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চা-ঝোপের ছাঁটাই তদারক করছিল, প্রতুলকে দেখে পাইপ মুখ থেকে নামিয়ে বললে,—হ্যালো ডক্টর, গুডমর্নিং, ইউ আর হিয়ার অলরেডি ! থট ইউ ওন্‌ট বি হিয়ার বিফোর টু-মরো !

প্রতুল বললে,—এসেছি বটে, কিন্তু আমার বড় বিপদ সার।

—ওয়েল, হোয়াট'জ অ্যামিস ?

সব শুনে সাহেব হো হো করে হেসে উঠল।

—সে ডক্টর, ইউ আর এ ডগ আফটার উইমেন, হোয়াট, সে ইট উইথ দি রোজ ! ইফ আই ওয়্যার ইউ—

—না সার, হাসি নয়, মুশকিলে পড়েছি; একখানা কাপড় নেই, জামা নেই, দাড়ি কামাবার ক্ষুর পর্যন্ত নেই।

সাহেব হাসতে হাসতে বললে,—সে বন্দোবস্ত হয়ে যাবে। আমার সুট একটা পাঠিয়ে দিচ্চি। শেভিং সেট বাড়তি আছে, নিয়ে যাও। ইয়ংম্যান তোমরা, তোমাদের রোমান্সে সাহায্য করব না এমন বেরসিক নই আমি। তোমাদের বয়সে—

—রোমান্স কোথায় সার, বিপদ খুব। সোনার গহনা, মনিব্যাগে টাকা—পুলিশে একটা খবর দেওয়া উচিত নয় কি ? শেষকালে—

—এখন থাক। আমায় বললে তো, এতেই হল। তোমায় চোর বলে কেউ ধরতে পারবে না। আমার সামনে বাক্সের জিনিসের একটা লিস্ট করা যাবে এখন ওবেলা। চল আমার বাংলোয়, জিনিসগুলো দিই তোমায়। দিব্যি রোমান্স বাধিয়ে বসে আছ—

ধন্যবাদ সার। আপনাকে কষ্ট দেওয়ার জন্যে আমি বড়ই—

—কিছু বলবার আবশ্যক নেই। চল।

নিজের কোয়ার্টারে এসে খেয়ে-দেয়ে সুস্থ হয়ে প্রতুল একটা সিগারেট ধরালে। তার পর শুয়ে পড়ল ঘুমিয়ে নেবার জন্যে বটে, কিন্তু ঘুম আসে না কিছুতেই। এই অদ্ভুত ঘটনার কথা ভাবতে ভাবতে মাথা গরম হয়ে উঠল। প্রতুলের বয়স এই পঁচিশ। সবে ডাক্তারি পাশ করে চা-বাগানের চাকুরিটা পেয়েছে। বিবাহ হয়নি। বিশেষভাবে কোনো মেয়ের সম্পর্কে আসেনি। যাকে রোমান্স বলে, গল্পে উপন্যাসে কতই যা সে পড়েছে, তার নিজের জীবনে—না, কই, ঘটেনি। ডাক্তারি পড়বার সময় এক-আধজন নার্সের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল বটে, কিন্তু সে কিছু নয়। দিদি নার্স, তাদের দিকে তাকানো যায় না, তায় রোমান্স !

কিন্তু তার জীবনে এমন ঘটনা কখনো ঘটেনি। আচ্ছা, কোন্ মেয়েটির সঙ্গে সুটকেস বদল হল ?বালুরঘাট থেকে যে মেয়েটি উঠল তার সঙ্গে, না ওই যে দুটি মেয়ে আগে থেকে বসে ছিল তাদের কারো সঙ্গে ?

বালুরঘাটের মেয়েটি বেশ সুন্দর। কলেজের ছাত্রী বটে—ওঁর সেই বইখানা 'এট্ ভিক্টোরিয়ান পোয়েট্স্' থেকে তা বোঝা গিয়েছে। কি নাম ?কি জাত ?ব্রাহ্মণ না কায়স্থ্ না বৈদ্য ?

হঠাৎ তার মনে পড়ল সুটকেসটার মধ্যে নীল ফিতে দিয়ে বাঁধা একতাড়া চিঠি ছিল বটে। মেয়েটির নাম নিশ্চয়ই তাতে পাওয়া যাবে। এতক্ষণ এ কথা মনে হওয়া উচিত ছিল তার।

উঠে সে সুটকেসটা খুলে ফেললে—শাড়ির নীচে একপাশে চিঠির তাড়াটা ছিল, সে সেটা হাতে করে বিছানার ওপরে এসে বসল।

চিঠি খান-পনেরো। একজনেরই হাতের, বেশ শৌখিন নীল লিনেন পেপারের খামের ওপর ঠিকানা লেখা—অমিয়া মজুমদার, c/o সি. আর. পাল, ২২৬ নীলমণি দত্তের লেন, বাগবাজার, কলিকাতা।

যাক, বাঁচা গেল, এই তো দিব্যি ঠিকানা পাওয়া গেল। আর ভাবনা নেই। কালই একখানা চিঠি লিখে দেওয়া যাবে। মেয়েটিরও নিশ্চয়ই ভীষণ অসুবিধায় পড়তে হয়েছে। বেচারির একখানা শাড়ি নেই ব্লাউজ নেই, তার ওপর টাকা আর গহনা হারানোর দুশ্চিন্তা। মেয়েটি এতক্ষণ মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছে।

তার ওপর যদি তারই সুটকেস মেয়েটি নিয়ে গিয়ে থাকে তবে তো সুটকেস খুলে মেয়েটি মূর্ছা যাবে। দেশ থেকে এখানে খাবার জন্যে সে কিছু পাটালি আর চিঁড়ে আনছিল ওই সুটকেসের মধ্যে। তা ছাড়া একটা ছোট মানকচু আছে, আর আছে একজোড়া জুতো, নতুনও তেমন নয়। এ সব বাদে তার ধুতি শার্ট পাঞ্জাবি প্রভৃতি তো আছেই।

ওর মধ্যেকার একটি জিনিসও মেয়েটির কোনো উপকারে আসবে না।

মজুমদার ?মজুমদার ?মজুমদার ?মজুমদার কি জাত ?কায়স্থ্ না বৈদ্য না ব্রাহ্মণ ?না অন্য কিছু ?

চিঠিগুলো পড়ে দেখবার ইচ্ছে হল প্রতুলের, কে লিখেছে, মেয়ে না পুরুষ ! শেষ পর্যন্ত সে ইচ্ছা সে দমন করলে। দরকার নেই পরের চিঠি পড়বার। ওটা অন্যায়।

সারা দিনরাত কেটে গেল বটে, কিন্তু প্রতুলের মন থেকে মেয়েটির চিন্তা কিছুতেই যেতেচায় না। যত সে অন্যদিকে মন দেবার চেষ্টা করে ততই সেই একই চিন্তা—সেই বালুরঘাটের মেয়ে, তার সুটকেস।

পরদিন সে মেয়েটিকে একখানা চিঠি দিলে। 'মাননীয়াসু'পাঠ ব্যবহার করে সে সুটকেস বদলের সব অবস্থা খুলে জানালে। সুটকেসের মধ্যে যা যা ছিল, গহনা টাকা বস্ত্রাদির একটা তালিকাও দিলে চিঠিতে। অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য মার্জনাভিক্ষাও বাদ গেল না। সে যে কি ভীষণ লজ্জিত ও দুঃখিত হয়েছে এজন্যে, অন্তত তিনবার সেকথা লিখলে তিন জায়গায়। তার নিজের সুটকেসটি কি ওখানে আছে ?

চিঠি ডাকে দিয়ে দু'তিনদিন দুরু দুরু বক্ষে উত্তরের প্রতীক্ষায় রইল প্রতুল। না জানি কি উত্তর আসে, খুব রাগ করে কি চিঠি লিখবে ?পুলিশে খবর দেবার ভয়-টয় দেখিয়ে ?

নয় দিনের দিন উত্তর এল।—

মান্যবরেষু,

মহাশয়ের পত্রে অবগত হইলাম, হিলি স্টেশনে মোটর হইতে নামিবার সময় আমার ভাগিনেয়ী শ্রীমতী অমিয়ার সুটকেসটি ভ্রমক্রমে আপনার সহিত বদল হইয়া গিয়াছে। আপনার সুটকেসটিও আমার ভাগিনেয়ীর সহিত আসিয়াছে। জিনিসপত্রাদির কথা যাহা উল্লেখ করিয়াছেন, সুটকেসের মধ্যে উহার অতিরিক্ত কিছুই ছিল না। মহাশয় ভদ্রলোক, আপনাকে এই অসুবিধায় ফেলিবার নিমিত্ত আমার ভাগিনেয়ী যথেষ্ট লজ্জিতা, তাহার পক্ষ হইতে আমিও আপনার নিকট বার বার ত্রুটি স্বীকার করিতেছি। বাক্সটি ইনসিওর্ড আনপেড রেলওয়ে পার্সেলে পাঠাইয়া দিবেন। আপনার সুটকেসটিও সেইভাবে পাঠাইব। রেলের রসিদটা উপরের ঠিকানায় পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

বিনীত

শ্রীভবতারণ চক্রবর্তী

পত্র পেয়ে প্রতুলের যে কিছু আশা-ভঙ্গ না হয়েছিল এমন নয়। প্রথম তো এ মেয়েটি যে কোন্‌টি, তা কিছুই বোঝা গেল না। বালুরঘাটের সেই মেয়েটিই যে এই অমিয়া মজুমদার, তার কোনো প্রমাণ নেই। চিঠি একখানা মেয়েটির কাছ থেকে আসবে এমন আশা করা নিতান্ত অসংগত ছিল না, কোথা থেকে আবার মেয়ের মামা শ্রীভবতারণ চক্রবর্তী এসে জুটল মাঝখানে। তবে মামা থাকাতে একটা ব্যাপার খানিকটা পরিষ্কার হয়ে গেল, মেয়েটি ব্রাহ্মণ। সে-ও ব্রাহ্মণ। তাতে অবিশ্যি এমন কিছু সুবিধে যে কি, প্রতুল ভালো করে যখন ভাবলে, তখন বুঝেই পেল না।

পরদিন লোক পাঠিয়ে সে সুটকেসটি রেলে বুক করে দিলে এবং তার নিজের সুটকেসটিও সে-সপ্তাহের শেষে একদিন অক্ষত অবস্থায় কুলির মাথায় চেপে তার কোয়ার্টারে এসে পৌঁছল। জিনিসপত্র নাড়াচাড়া হয়েছে বটে, কিন্তু ঠিক আছে, এমন কি চিঁড়ে ও তালের পাটালি পর্যন্ত।

ব্যাপারটা বেমালুম মিটে গেল।

এর পর আর কি ঘটতে পারে ? কিছুই না।

প্রতুল কিন্তু কিছুতেই মেয়েটির কথা একেবারে ভুলতে পারলে না। তার তরুণ জীবনে এই প্রথম নারী-সংক্রান্ত ঘটনা। রোমান্স না হলেও রোমান্সের কল্পনা মনে জাগে বই কি ! বিশেষত চা-বাগানের এই নির্জন জীবনে ! তা ছাড়া কোন্ মেয়ে ছিল এটি ?সেই বালুরঘাটের ?

মেয়েটির কাছ থেকে একখানা ধন্যবাদ জানিয়ে চিঠি আসবে এ আশাও প্রতুলের ছিল। তা আসেনি।

পাঁচ মাস পরে প্রতুল আবার ছুটি নিয়ে বাড়ি রওনা হল। অনেকদিন দেশে যায়নি, মনটা ব্যাকুল ছিল আত্মীয়স্বজনকে দেখবার জন্যে। ওর বোন কমলাকে ও বড় ভালোবাসে। কমলার বিবাহের কথাবার্তা চলেছে, সামনের বৈশাখেই বোধ হয় বিয়ে হয়েও যাবে। তার আগে কমলাকে নিজেদের মধ্যে আপনভাবে দিনকতক পেতে চায়। সেজন্যে আরো বিশেষ করে বাড়ি যাওয়া দরকার।

হিলি স্টেশনে নেমে বসে থাকতে হল। একখানি আপ ট্রেন এলে তারও যাত্রী নিয়ে তবে মোটরবাস ছাড়বে।

প্ল্যাটফর্মে কিছুক্ষণ পায়চারি করতে করতে কলকাতার ট্রেন এসে পৌঁছল। যাত্রীর ভিড় তেমন ছিল না, কয়েকটি মাত্র লোক ট্রেন থেকে নামল।

হঠাৎ প্রতুল থমকে দাঁড়াল—বালুরঘাটের সেই তরুণী কলেজের ছাত্রীটি একা ট্রেন থেকেনামছে। ওর হাতের দিকে চেয়ে কিন্তু সে চক্ষে অন্ধকার দেখলে কিছুক্ষণের জন্যে। ট্রেনের দরজা থেকে কুলি যে সুটকেসটাকে মাথায় চাপিয়ে নিলে মেয়েটির—সেটি তার অত্যন্ত পরিচিত সে সুটকেসটি নয়। সেটি ছিল টিনের, আর এটি চামড়ার বড় একটা সুটকেস।

মোটরবাস ছাড়বার সময় নেই বেশি। প্ল্যাটফর্মে নেমে মেয়েটি একবার চারিদিকে চেয়ে দেখলে, যেনএকটু হতাশ হয়ে পড়ল।

মোটর-বাসে ওঠবার সময় প্রতুল শুনলে মেয়েটি কন্ডাক্টরকে বললে—বালুরঘাটের সাবডেপুটিবাবুর বাড়ি থেকে কোনো লোক আসেনি ?

কন্ডাক্টর বললে—ডিপুটি সাব ?নেহি মাইজি। আপ উঠিয়ে, হরজ কেয়া, বালুরঘাট মে উতার দেগা।

বাস চলছে। মেয়েটির প্রতি ঔদাসীন্য এসে গিয়েছে প্রতুলের, সে অন্য দিকে চেয়ে আছে, অন্য কথা ভাবছে। বাক্সের অদল-বদল হয়েছিল বলেই তার মন বালুরঘাটের মেয়েটির প্রতি আগ্রহান্বিত হয়ে উঠেছিল, মেয়েটি সুন্দরী বলে নয়, সুন্দরী মেয়ে সে অনেক দেখেছে।

এমন একটা ঘটনা ঘটেছিল যে মেয়ের সম্পর্কে, তার প্রতি মন আকৃষ্ট হওয়া খুবই স্বাভাবিক। প্রতুল কেন, সকলেরই হয়—আরো বেশি করে হয় এর ওপরেও যদি মেয়েটি সুন্দরীর পর্যায়ে পড়ে।

কিন্তু এ যখন সে-মেয়ে নয়, প্রতুল ওর সুটকেস দেখেই তা যখন বুঝলে, সেই মুহূর্তে প্রতুলের মন থেকে মেয়েটি একদম মুছে গিয়েছে। যাকে নিয়ে তার মন নিভৃতে কত স্বপ্নজাল বুনেছিল এক সময় ভাটিখালি চা-বাগানের বনানীবেষ্টিত নির্জন বাংলোতে—এ সে মেয়ে নয়।

যাত্রীদের ভিড় বেশি নেই। ভদ্রলোকও নেই সে আর মেয়েটি ছাড়া। ড্রাইভারের ঠিক পিছনে, রেলিং দিয়ে অন্য যাত্রীদের বসবার জায়গা থেকে পৃথক করা রিজার্ভ সীটে মেয়েটি বসে আছে। প্রতুল তার ঠিক পিছনের লম্বালম্বিভাবে পাতা বেঞ্চির প্রথমেই বসেছে, রিজার্ভ সীটের পিতলের গরাদে ঠেস দিয়ে।

একটা ছোট বাজারে বাস দাঁড়াল। দু-একজন যাত্রী ওঠা-নামা করল। প্রতুল লক্ষ্য করলে মেয়েটি তার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখলে, কি যেন বলবার আছে ওর, কিন্তু বলতে বাধো-বাধো ঠেকছে, ভাবটা এই রকম। কি বলবার থাকতে পারে মেয়েটির ?সে কি এগিয়ে গিয়ে মেয়েটির সঙ্গে কথা কইবে ?

মোটর-বাস ছাড়বার কিছুক্ষণ পূর্বে হঠাৎ মেয়েটি ওর দিকে ফিরে বললে, আপনি কি বালুরঘাট যাবেন ?

প্রতুল চমকে উঠে বললে, বালুরঘাট ?হ্যাঁ—তা না—বালুরঘাট ?কেন বলুন তো ?

প্রতুলের উত্তর দেওয়ার ধরন ও অবস্থা দেখে তরুণীর সুন্দর মুখে হাসির অতি ক্ষীণ অস্পষ্ট রেখা ঈষৎ ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। সে বললে,—দেখুন, আমি বড় মুশকিলে পড়ে গেছি। রাত হয়ে গেল, বালুরঘাটে আমার কাকা গভর্নমেন্ট অফিসার। বাসা থেকে লোক আসবার কথা আছে। নর্থ বেঙ্গলের সময়, আমি একটা ট্রেন আগে এসে পড়েছি, কি করে বাসায় যাব ?তা ছাড়া আপনি যদি আগে নেমে যান তবে গাড়িতে আর দ্বিতীয় ভদ্রলোক নেই, এই অন্ধকার রাত—এ পথে ভয়ওতো আছে জানি।

মেয়েটি যেন অসহায়ভাবে ওর মুখের দিকে চাইলে।

প্রতুল লাফিয়ে উঠল প্রায়। বললে,—কোনো ভয় নেই—আমি আপনাকে পৌঁছে দেব বাড়ি, আমিও ওখানেই যাব—চলুন।

মেয়েটি যেন সাহস ও আশ্বাস পেয়ে মনের বল ফিরিয়ে পেল। কিন্তু মুখে বললে, —আপনাকে সে বড় কষ্ট দেওয়া হবে। আপনি বালুরঘাট নেমে দয়া করে আমাকে একখানা গাড়িতে তুলে—

—কিছু না। আপনি সেজন্যে কিছু মনে করবেন না। কার বাসায় যাবেন আপনি ?

—আমার কাকা ওখানকার সাবডেপুটি, সুধাংশুকুমার মজুমদার।

প্রতুলের বুকের মধ্যে হঠাৎ যেন দুলে উঠল—যে কথাটা ভুলে ছিল এতক্ষণ, সেটা আবার ওর মনে সাড়া জাগাল।

—একটা কথা বলব ? যদি কিছু মনে না করেন, আপনার নামটি জিজ্ঞেস করতে পারি কি ?

—আজ্ঞে আমার নাম অমিয়া মজুমদার।

প্রতুলের মাথা ঘুরে উঠল। বাস, লোকজন, গাছপালা, পৃথিবী, আকাশ, বাতাস দুলে উঠল। যেন বিরাট একটা ভূমিকম্প।...অমিয়া মজুমদার ! অমিয়া মজুমদার !

অতি কষ্টে নিজেকে সামলে বললে—আর একটা কথা বলব, কিছু যদি মনে না করেন। আপনার সঙ্গেই আমার সুটকেস বদল হয়েছিল গত পুজোর ছুটির সময়—আমারই নাম প্রতুল ভট্টাচার্য, আমিই ভাটিয়ালি চা-বাগানে থাকি—ডাক্তার—

মেয়েটির ডাগর চোখে বিস্ময় ও কৌতূহলের দৃষ্টি ফুটে উঠল। অল্পক্ষণ চুপ করে ওর দিকে চেয়ে থেকে বললে, ও আপনি প্রতুলবাবু ! আপনাকে আমি চিনি।

—আমাকে ?আমাকে চেনেন কিভাবে ?

—সেবারে বাসে আমার একখানা বই পড়ে যাওয়াতে আপনি আমায় কুড়িয়ে দিয়েছিলেন—না ?

প্রতুল হেসে বললে,—হ্যাঁ, ঠিক বটে ! মনে পড়েছে। কিন্তু বাক্স-বদলের চেনাটা বড় বেশি রকম করে চেনা নয় কি ?ওঃ, কি কষ্ট দিয়েছিলুম আপনাকে, মনে থাকবে চিরকাল।

মেয়েটি প্রতিবাদের সুরে হাসিমুখে বললে,—না না, তা আর কি, অমন ভুল তো হয়েই থাকে। আমারই দোষ—

—আপনার কি দোষ ?আমার দোষ, যতই তাড়াতাড়ি হোক, নিজের জিনিস দেখে নেওয়া উচিত ছিল। আপনি কোন্ কলেজে পড়েন ?

—স্কটিশ চার্চ-এ।

—এবার দেবেন বুঝি বি.এ. ?

—থার্ড ইয়ার শেষ হবে এবার—সামনের বারে দেব।

—আপনার মামার নাম বুঝি ভবতারণবাবু ?মামারবাড়ি থাকেন বুঝি ?

—না, মামারবাড়ি ওটা নয়। মামা একা থাকেন, উনি জ্যোতিষী, কেউ নেই বাসায়, আমি রাঁধি, মামা আর আমি থাকি।

রাত্রি সাড়ে আটটার সময় বালুরঘাটে বাস এল। প্রতুল মেয়েটিকে বললে—আপনাদের বাসা কতদূর ?একখানা গাড়ি করি ?

মেয়েটি বললে—গাড়ি করতে হবে না। কুলির মাথায় দিয়ে চলুন যাই, ওই মোড় ঘুরলে তিন মিনিটের পথ।

এরা বাসায় পৌঁছুতেই একদল বালক-বালিকার উল্লাস-সূচক কলরবের মধ্যে ওদের অভ্যর্থনা হল। মেয়েটির কাকা সুধাংশুবাবু প্রতুলকে যথেষ্ট আপ্যায়িত করলেন। প্রতুল তখনই চলে যেতে চাইলে—সে কথাতে তিনি কর্ণপাতও করলেন না, রাত্রে তিনি কোথাও তাকে যেতে দেবেন না, কাল সকালে সে পরামর্শ হবে কখন যাওয়া যায় না যায়। আপাতত হাতমুখ ধুয়ে বিশ্রাম করে একটু চা খেলে তিনি কৃতার্থ হবেন।

ইতিমধ্যে বাড়ির মধ্যে মেয়েটির দ্বারাই রাষ্ট্র হয়ে গেল যে, এই সেই লোক, যার সঙ্গে তার বাক্সবদল হয়েছিল।

এতক্ষণ পর্যন্ত প্রতুল ছিল মাত্র জনৈক সহৃদয় পথিক ভদ্রলোক, যিনি তাদের অমিয়াকে একা আসতে দেখে দয়া করে তাকে বাসায় পৌঁছে দেবার কষ্ট স্বীকার করেছেন।

কিন্তু এ কথা প্রকাশ হবার পরে প্রতুল বাসাসুদ্ধ সকলের নতুনতর কৌতূহল ও প্রশংসার কেন্দ্র হয়ে উঠল। মেয়েটির কাকা বাড়ির মধ্যে থেকে এ কথা শুনে এসে তাকে বললেন—আপনার সম্বন্ধে যে কথা শুনলুম অমির মুখে তাতে আপনাকে আর সাধারণ ভদ্রলোক বলে ভাবতে পারি নে তো ! আপনি অতি মহৎ লোক ! এভাবে যে আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে যাবে এ ধারণার অতীত। বেশি কিছু আমি আপনার সামনে আপনার সম্বন্ধে বলব না, তবে এইটুকু বলছি যে, আমরা বাসার সকলেই আপনাকে পরমাত্মীয় বলে গণ্য করি প্রতুলবাবু। অমিও বাড়ির মধ্যে ওর কাকিমার কাছে বলছিল, আপনার সম্বন্ধে ওর যথেষ্ট উঁচু ধারণা।

প্রতুলের মুখ লজ্জায় ও সংকোচে লাল হয়ে উঠল, বিশেষ করে সুধাংশুবাবুর এই শেষের দিকের উক্তিতে।

একটু পরে চা ও খাবারের রেকাবি হাতে মেয়েটিই বাইরের ঘরে ঢুকে প্রতুলের সামনে টেবিলের ওপর সেগুলো রেখে বললে,—হাতমুখ ধুয়েছেন ?একটু চা খেয়ে নিন।

সুধাংশুবাবুর হঠাৎ কি-একটা কাজের কথা মনে পড়ে যাওয়াতে তিনি বললেন—অমি, তুই এখানে বস্ একটু, ওঁকে আর এক পেয়ালা চা এনে দিস, আসছি আমি আধ-ঘণ্টার মধ্যে।

সুধাংশুবাবুকে আর বাইরের ঘরে দেখা গেল না।

প্রতুল ইতিমধ্যে মেয়েটির সম্বন্ধে অনেক কথা জেনে ফেললে। ওর বাবা-মা নেই, অনেক দিন মারা গেছেন। কাকা মানুষ করছেন বহুদিন থেকে। আই.এ.-তে মেয়েটি কুড়ি টাকা স্কলারশিপ পেয়েছিল, কলেজে ও ফাইন আর্টস সোসাইটির সেক্রেটারি। কলেজে গানের প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়ে মেডেল পেয়েছে এ বৎসর। কলেজ ম্যাগাজিনে ওর লেখা ছোটগল্প বেরিয়েছে। বি.এ. পাশ করে ও নিশ্চয়ই এম.এ. পড়বে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

মেয়েটি সরাসরি ভাবে এসব সংবাদ প্রতুলকে বলেনি। প্রতুলের প্রশ্নে, কতকটা নিজে থেকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এমনভাবে বলেছিল যে প্রতুলের তথ্যগুলি অজ্ঞাত রইল না আধ-ঘণ্টা সময় শেষ হবার পূর্বেই।

সুধাংশুবাবু পুনরায় বাইরের ঘরে ঢুকতেই অমিয়া উঠে চলে গেল। পরদিন সকালে উঠে প্রতুল যাবার উদ্যোগ করতেই সুধাংশুবাবু ওকে জানালেন—বাড়ির মধ্যে বলেছে এ-বেলা যাওয়া হবে না তার। খেয়ে-দেয়ে ও-বেলা ধীরে-সুস্থে গেলেই চলবে।

প্রতুল সম্বন্ধেও সুধাংশুবাবু অনেক কথা জানলেন কথায় কথায়। সে এম.বি. পাশ করেছে আর বছর, চা-বাগানে চাকরি করে, এক-শ'টি টাকা মাইনে। ওরা রাঢ়ীশ্রেণী ব্রাহ্মণ, বাবা-মা বেঁচে আছেন, দেশে জায়গা-জমি আছে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

বাঙালির সংসার, বাপ-মা-মরা বয়স্থা মেয়ে কাকার ঘাড়ে, পাত্র হিসাবে প্রতুল ভালোই, সম্মুখে শুভ বৈশাখ মাস। অতএব এর পরে আর খুব বেশি কিছু বলবার নেই, থাকবার কথাও নয়।

ভাটিখালি চা-বাগানের সেই কোয়ার্টারে প্রতুল একদিন তার তরুণী পত্নীকে ঠাট্টার সুরে বলেছিল,—কি, আর বাক্স-বদল করবে ?

অমিয়া ক্রোধে ঘাড় বেঁকিয়ে উত্তর দিয়েছিল, বলো না ! কি কষ্ট সেদিন আমার ! কলেজে যাব—বাক্স খুলে দেখি ধুতি, গেঞ্জি, লুঙ্গি, শার্ট ! মাগো, আমার চোখে জল এল ! কি পরি তখন বুঝি নে ! বাড়িতে দ্বিতীয় মেয়েমানুষ নেই,

নেয়ে উঠে কি পরি তার নেই ঠিক ! কি বিপদ গিয়েছে সেদিন আমার ! আর বাক্স-বদল হল নাকি একজন গেঁয়ো লোকের সঙ্গে ! বাক্সের মধ্যে আবার চিঁড়ে, গুড়, পুরনো তালি-দেওয়া জুতো—উঃ মাগো !

প্রতুল বললে—হায় হায়, বাক্স-বদল তো পদে আছে, সেই গেঁয়ো লোকটার সঙ্গে একদিন মালা-বদল হয়ে যাবে তাকি আর তখন জানতে !